Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.124-130
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ভাবনা : এক সম্যক্ পাঠ

স্বরাজ বক্সী
শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, চাপড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Many thinkers such as Gandhi, Aurobindo, Vivekananda, Savarkar and Tilak in India have propounded their views on Nationalism in different ways. Rabindranath Tagore is one such cosmopolitan philosopher whose idea of nationalism finds a distinct place in the whole debate about the very idea of nationalism. His idea of nationalism was never restricted to India only instead it had worldwide appeal. Tagore was both an admirer and critic of Western Culture. As a critic he said that Western Civilization, in spite of all its achievements, was based on conflict; conflict between the individual and state, between nation and nation. It had created mighty nations which increased cooperation within the nation, but which also generated wars and conflicts in Europe and perpetrated aggression and exploitation in Asia and Africa. Tagore felt deeply about the dangers involved in the modern cult of the nation.

Tagore had awakened the wave of nationalism at the beginning of the twentieth century by composing a national anthem: 'Jan Gan Man'. He stood against the authoritarian form of nationalism, but his outlook was interpreted from a different point of view and was understood anti-national unfortunately. Tagore emphasized the 'classless and casteless' nation in place of rigid societal formation. He had deep faith in universal humanity and he wished to have freedom of heart, not as nationalist, but as an internationalist.

***Keywords:* Freedom, Humanity, Domestic wall's, Nation, Nationalism, Indian nationalism, Internationalism**.

রবীন্দ্রনাথ একজন কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক সর্বোপরি একজন মানবতাবাদী' হিসেবে আক্ষরিক অর্থেই অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী।সর্বাগ্রে তিনি ছিলেন একজন সমাজ সচেতন মানুষ। রবীন্দ্রনাথ কবি ও সাহিত্যের কুলচূড়ামণি হয়েও সমাজের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তাঁর ভাবনা স্পর্শ করেনি। চিন্তাধারার সঙ্গে কর্মজীবনের সমন্বিত রূপের মধ্যে তাঁর সমাজকল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক পদক্ষেপ। তাঁর সাহিত্য ও কর্মপ্রয়াসে মানুষকে যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের হাত থেকে উদ্ধার করে আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটানোর প্রয়াস ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি মনে করতেন মোহমুক্ত বুদ্ধি, সংকীর্ণ বাধানিষেধের শাসন থেকে মুক্তি এবং অনৈক্যের বোধ থেকে মুক্তির মাধ্যমে মানুষের আত্মজাগরণ ঘটবে। রবীন্দ্রনাথ একজন কবি, সাহিত্যিক ও বিশ্বমানবতাবাদী হলেও জাতীয়তাবাদের বিষয়টির প্রতি তাঁর উদাসীনতা ছিল না। তবে তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাপ্রচলিত জাতীয়তাবাদের ধারণা থেকে অনেকাংশেই পৃথক ছিল। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ছিল মানব হিতৈষণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পর্কিত।

তবে বটবৃক্ষ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কর্মযজ্ঞ থেকে তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণাকে বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়, উচিতও নয়। 'শেষ সপ্তক'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন "নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।" অর্থাৎ, কবিকে অনুসরণ করতে হলে সবকয়টি ফুলের রূপ- রস- গন্ধ- বর্ণ গ্রহণ করতে হবে।কারণ, কবির জাতীয়তাবাদী ধারণা তাঁর বিশ্ব মানবতাবাদের ধারণা থেকেই উঠে এসেছে, তা বিক্ষিপ্ত কোন চিন্তাধারা নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন : "আমি জানি,

আমার মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি।রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেইসব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।... রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি।জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটাঐক্যসূত্র আছে।”[১] কবির এই সামগ্রিক সত্তাকে স্মরণে রেখেই জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তার চিন্তা ও সৃষ্টিকর্মকে আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে।

এক

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতাবাদী ও সত্যান্বেষী কবি এবং দার্শনিক। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি জাতীয়তাবাদের ধারণাকে পরিপুষ্ট করেছেন।সাধারণত জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা যা বুঝি তা হল নিজের জাতিকে ভালোবাসা বা দেশের সার্বিক বিকাশ সাধনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালানো ইত্যাদি।রবীন্দ্রনাথও জাতীয়তাবাদের এই বৈশিষ্ট্য গুলিকেঅগ্রাহ্য বা সমালোচনা করেননি। তবে জাতীয়তাবাদ বলতে যদি পৃথক রাষ্ট্র গঠন, সমগ্র বিশ্ব থেকে নিজ জাতিকেপৃথক করে নেওয়া, বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও ধর্মের মধ্যে লড়াই প্রভৃতিকে বোঝায়তাহলে সেই জাতীয়তাবাদকে তিনি কোন প্রকারেই সমর্থন করেননি।তাই জাতিগত অভিমানের অভিব্যক্তি হিসেবে যে জাতীয়তাবাদের কথা প্রচার করা হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই জাতীয়তাবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। আবার একথাও দৃঢ় সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন নির্ভেজাল দেশপ্রেমিক।দেশবাসীর মধ্যে সুপ্ত আত্মশক্তিকে বিকাশের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক বৈশ্বিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিংশ শতকের প্রথম দশকে তিনি জাতীয়তাবাদের নগ্ন ও বিকৃত রূপ লক্ষ্য করেছেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের অহমিকাপূর্ণ স্বজাত্যাভিমানের নিদর্শন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালীন সময়ে তিনি দেখেছিলেন জাতীয়তাবাদের উগ্রতা মিশ্রিত জাতিসত্তার লড়াই। মুসোলিনি, হিটলার, ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের উগ্র জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব।জাতীয়তাবাদের এই সকল কুরুচিপূর্ণ দৃষ্টান্তের ফলস্বরুপ তিনি জাতীয়তাবাদের চিরাচরিত ধারণা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন।যে জাত্যাভিমান নিয়ে এত হানাহানি, সেই জাতির বিশুদ্ধ রূপনিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেবলেছেন, বিশ্বের এমন কোনও দেশ নেই যেখানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটেনি।বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষায় মানুষ যেখানে একসঙ্গে বসবাস করে সেখানে অযথা মারামারি হানাহানি তারা করে না।তিনি বলেছেন: “জাতিমিশ্রণ হয়নাই ইওরোপের এমন দেশ নাই ।ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি কোথাও বিশুদ্ধ জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।একথা সকলেই জানেন ... রাষ্ট্রনীতি তন্ত্রে জাতিবিশুদ্ধির কোন খোঁজ রাখে না।রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানে যে জাতি এক ছিল তাহারা ভিন্ন হইয়াছে, যাহারা ভিন্ন ছিল তাহারা এক হইয়াছে।”[২] সুতরাং, জাতীয়তাবাদ অর্থে এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভাষা, প্রভৃতি ধারণা নিতান্তই অমূলক।

পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রমনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত *'Nationalism'* নামক গ্রন্থে।১৯১৬ থেকে ১৯১৭ সালে তিনি জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় বক্তৃতা রাখেন, যার একত্র সংকলিত রূপ তাঁর *'Nationalism'* গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তিনি ইউরোপীয় ধাঁচের জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অমানবিক রূপ রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছে।তাই জাতীয়তাবাদকে মানবতার আশীর্বাদ বলার পরিবর্তে তিনি সভ্যতার সংকট হিসেবে দেখেছেন।এই জাতীয়তাবাদ প্রভুত্ব বা আধিপত্য হিসেবে গণ্য হয়। তাই রবীন্দ্র ভাবনায় পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ হল যান্ত্রিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে গঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।রবীন্দ্রনাথ মানবসভ্যতার হিতার্থেবিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, মানবিকতার বিকাশসাধন, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধসৃষ্টিতে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। *'বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা- রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ'* নামক গ্রন্থে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ও *'Nationalism'* গ্রন্থের গ্রহণযোগ্য সারাংশ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কথায় : “প্রথম রচনাটিকে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর্বিরোধ তুলে ধরে দেখিয়েছেন ... পশ্চিমী সভ্যতা জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে ব্যক্তিকে উৎসর্গ করেনির্বিবেক ক্ষমতালোলুপসাম্রাজ্যবাদী শক্তি অর্জনে মত্ত হয়ে পড়েছে।কবির মতে, জাতীয়তাবাদ একটি মহামারী, যার ক্রমবিস্তারী আক্রমণে মানবসভ্যতা বিপন্ন; পশ্চিমে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদ সেখানকারই সভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।দ্বিতীয় রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ আত্মঘাতী পশ্চিমী সভ্যতার অনুগামী জাপানে

জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও সম্প্রসারণে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি - মানুষকেচিন্তা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা দান করে যে - ইউরোপ সভ্যতারউৎকর্ষ সাধন করেছে, সেখানে চলেছে রাষ্ট্রের যুপকাষ্ঠে বলিদান, ক্ষমতার লালসায় ন্যায়-নীতির বিসর্জন।ইউরোপীয় সভ্যতার অমৃতধারার আস্বাদ না নিয়ে অন্ধ জাতীয়তাবাদের বশবর্তী হয়ে জাপানকে উদ্যত দেখে রবীন্দ্রনাথ জাপানের চিন্তাশীলদের সতর্ক করে দেন। তৃতীয় রচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিমী সভ্যতা একদিকে ভারতের তমসাচ্ছন্ন জড়তা দূর করে মঙ্গলালোকের পথনির্দেশ করেছে, কিন্তু অপরদিকে সৃষ্টি করেছে জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত পরিবেশ। ... সহিষ্ণুতার পথ ত্যাগ করে আত্মঘাতী' জাতীয়তাবাদের প্রতি ভারতের আকৃষ্ট হওয়ার অর্থ সংঘাতকেঅনিবার্য করা ছাড়া আর কিছু নয়।"[৩]

দুই

আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদেরঅন্যতম প্রবক্তা রূপে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তির জাগরনের মাধ্যমেই একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আত্মশক্তির উদ্বোধনই একটি জাতিকে প্রকৃত উন্নত করে তুলতে পারে। তাই আত্মশক্তির বিকাশ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন আত্মমর্যাদা এবং আত্মচেতনারসম্যক্ বিকাশকে। এবং এই আত্মশক্তির বিকাশ হবে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সভ্যতা - সংস্কৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে। উদার দৃষ্টিতে সকলকে সমাজ বিকাশের স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে।আর এই আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবোধ বিকাশের জন্য বিদেশ থেকে কোন শক্তির আমদানি করার প্রয়োজন নেই, তা আদ্য-পান্ত হবেভারতীয়। এবং অন্যের মনের প্রসন্নতার ওপরনির্ভর করে আত্মশক্তির উদ্বোধনের এই প্রচেষ্টা পরিচালিত হবে না। কারণ, মানুষের মন দুর্বল হয়ে পড়লে সে অন্যের অধীনস্থ হয়ে পড়েএবং স্বাধীনতা বোধ থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করে। প্রাণগোবিন্দদাশ তাঁর*'ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন*'শীর্ষক গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবোধ বিষয়ে বলেছেন:"তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলেছেন যে প্রতিটি ব্যক্তির উচিত তার নিজের দেশকে ভালোবাসা। কিন্তু ভালোবাসার অর্থ এই নয় যে অন্যের ওপর দেশের নামে মাতব্বরি করা, অন্যকে প্রধানত করে দেশের কল্যাণসাধন করা, অন্যের ক্ষতির বিনিময়ে নিজেকে লাভবান করে তোলা।অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এই প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজসমাজের উন্নতি, নিজের সার্বিক উন্নতি, আত্মশক্তির বিকাশ সমাজের ও দেশের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তুলতে পারে। আত্মোন্নতি বা আত্মশক্তির বিকাশ বলতে রবীন্দ্রনাথ নৈতিকতা মূল্যবোধ চেতনা স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতিকে জাগিয়ে তোলা ও সম্যকরূপে বিকশিত করা বোঝাতে চেয়েছেন।'[৪]অর্থাৎ, আত্মশক্তির জাগরণই হল ভারতীয়দের প্রধান লক্ষ্য। ভারতীয় বিভিন্ন সমাজ ও ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হবে ভারতীয়দের প্রধান কাজ। আর এই মনোবৃত্তিই হল প্রকৃত জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিক মনোভাবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় তাঁর দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা, যার পিছনে কোন অন্ধ আবেগ স্থান পায়নি। দেশের অধিবাসী হিসেবে দেশকে ভালোবাসা নয়, একজন মানুষ হিসেবে তিনি দেশবাসীর সমস্ত দুঃখ - দুর্দশা দূর করতে চেয়ে ছিলেন।একটি পত্রে বন্ধু এণ্ডরুজকে তিনি লিখেছিলেন: "I love India, but my India is an Idea and not a geographical expression. Therefore I am not a patriot- I shall even seek my compatriots all over the world."[5]

তিন

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, পাশ্চাত্যের দেশ ও সভ্যতা যেভাবে জাতি, জাতীয়তাও জাতীয়তাবাদের ধারণা গুলি বিশ্লেষণ করলে তার থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে, এইধারণাগুলির প্রতি তাদের আনুগত্য অত্যধিক বেশি এবং এই জন্যই পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ।পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রসমূহের এই উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে তাদের পররাষ্ট্র দখলের জন্য এত লালসা। আর এই মোহাচ্ছন্ন উগ্র জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বিভেদের প্রাচীর তৈরী হয়এবং তা ক্রমশ বিশালাকার ধারণ করে। তাই এই প্রকার জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রশ্রয় দেননি।তিনি বলেছেন পাশ্চাত্য যেখানে জাতীয়তাবাদের কথা বলে, ভারতীয় সভ্যতা - সংস্কৃতিসেখানে মুক্তির ধারণার ওপর গুরুত্ব দেয়। পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ আপাদমস্তক একটা রাজনৈতিক ধারণা বিশেষ। আর মুক্তির ধারণাটির মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিকতাবোধ। আত্মশক্তির জাগরনের মধ্যে দিয়ে আত্মার স্বাধীনতার উপলব্ধিই হল প্রধান, এর বিকল্প স্বাধীনতার কোনমাহাত্ম্য নেই। আর এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে বলেছেন, পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের ধারণাকে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যেভাবে বিচার করা হয়, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় তার কোন মূল্য নেই। ভারতবর্ষের তার নিজের সভ্যতা, ইতিহাস, ঐতিহ্যের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণার কোন স্থান নেই।রবীন্দ্রনাথ তাঁর *'Nationalism'* গ্রন্থে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন শৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের *'বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা- রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ'*শীর্ষকগ্রন্থ থেকে সেই ধারণার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়: "পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও

গবেষণায় তিনি যথেষ্টই শ্রদ্ধাবান ছিলেন; সেখানকার সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও উদারতার মন্ত্রে তিনি প্রেরণা সঞ্চয় করেন। পশ্চিমী রাজনীতিতে মানুষের সামাজিক অধিকার, নাগরিক বােধ ও চেতনারও তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদের নামে পশ্চিম যে সংঘবদ্ধ দানবশক্তি প্রদর্শন করে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ তীব্র কশাঘাত হানেন। আফ্রোএশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির রক্তশােষণ ও নিপীড়নে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের অবাধ লােভ ও লালসা পরিণামে মানবতা ও সভ্যতার পক্ষে চরম বিপদ বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বুদ্ধিবিবেক বর্জিত সাম্রাজ্যবাদের রক্তলােলুপ দৃষ্টির সম্প্রসারণ শান্তিকামী নিরীহ প্রাচ্যের নিকট ভয়াবহ সংকটরূপে উপস্থিত। প্রতীচ্যের এই দানবীয় আচরণকে অনুসরণের জন্যে তিনি জাপানেরও নিন্দা করেছিলেন।'[৬]

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল উনিশ শতকের প্রথম দশকের সময়কালে রবীন্দ্রনাথ যখন পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ তুলে ধরতে শুরু করেছেনতখনঅন্তর্কলহ,জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব যেখানে প্রতিনিয়ত চলছে এবং পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অন্ধ অনুসরণ তাদের ওই অবস্থায় উপনীত করেছে। ঠিক এমন সময় ঘটে গিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং এই বিশ্বযুদ্ধ পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে আরওদৃঢ়তর করে। পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের এই মোহাচ্ছন্ন বিকৃত রূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার সঙ্গে গান্ধীজির ধারণার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। স্বজাত্যাভিমান, অন্য জাতিকে খাটো করে দেখার মানসিকতাসম্পন্নপাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেছেন গান্ধীজি। নীতি-আদর্শ বর্জিত এই জাতীয়তাবাদকে তিনি অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না।সুতরাং, গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথদুই মনীষীর কাছেই পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছে।

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের প্রতিটি জাতির (Nation) ক্ষমতা বৃদ্ধির লোলুপ মানসিকতা শুধু তাদেরই ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না, সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।অর্থাৎ, জাতীয় স্বার্থই যে জাতির নিকটসবথেকে বেশি প্রাধান্য লাভ করে সেখানে অন্যান্য জাতির সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের মনোভাব প্রকাশ করা একপ্রকার অসম্ভব।যেখানে বৈরীভাব একমাত্র চরম সত্য এবং এই বৈরীভাব থেকেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে জন্ম নেয় পারস্পরিক অবিশ্বাস, যা ধীরে ধীরে যুদ্ধের আকার ধারণ করে।পাশ্চাত্যের এই মহীরুহ জাতিদম্ভের প্রভাবে স্বাভাবিক সৌভ্রাতৃত্ববোধনষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, যা রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। তাই তিনি দৃঢ় কণ্ঠে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদকে পরিহার করার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বর্জন করার কথা তিনি বলেননি।তিনি মনে করতেন আধ্যাত্মবোধের মধ্যে দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একদিন মিলন ঘটবেই। তিনি মহামিলনের মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

চার

জাতীয়তাবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে *'সভ্যতার সংকট'* শীর্ষক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি জাতীয়তাবাদকে উগ্র জাতীয়তাবাদ হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন, যার রূপ দানব সদৃশ। এই উগ্র জাতীয়তাবাদের নৃশংস চরিত্র ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রসমূহকে হিংসার যূপকাষ্ঠে বলি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। ইউরোপের এই নৃশংস জাতীয়তাবাদের তাণ্ডবে বিশ্বের তথাকথিত নতুন ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলি তটস্থ হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহ বিজ্ঞান ও সমৃদ্ধির জোরেসমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করার মানসিকতা পোষণ করে। রবীন্দ্রনাথ এই শক্তিসমূহের সংকীর্ণ মানসিকতার বিরোধিতা করেবলেছেন, পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ হল বীভৎস - বিভীষিকাময় দানব প্রকৃতির এবং একটা অশুভ শক্তি।সমসাময়িক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তিনি জাতীয়তাবাদের উগ্র বাসনা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অধ্যাপক ড: বিশ্বনাথপ্রসাদ ভার্মাতাঁর *'Modern Indian Political Thought'*শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Western nationalism , hence, does not represent any high principle of social co-operation or spiritual idealism. It is only a political organization oriented to the economic exploitation of other races. He (Rabindranath) warned that this mechanical civilization based on drawing illegitimate profits from Asia and Africa was slowly gliding-down towards an abysmal crach."[7]

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের পরস্পর বিপরীত দুটি রূপের কথা বলেছেন। প্রথম রূপটি হলপাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ,যা সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পররাষ্ট্র দখলের মানসিকতা পোষণ করে।হিংসা-দ্বেষের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়ে। জাতীয়তাবাদের অপর দিকটি তিনি দেখিয়েছেন পরাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে।যেখানে জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তির অপশাসন থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে।রবীন্দ্রনাথঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্তির জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের

কোন বিরোধিতা করেননি।কিন্তু আত্মশক্তির জাগরণ না ঘটিয়ে,বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেসম্প্রীতির মনোভাব গড়ে না তুলে, মূল্যবোধকে ভূলুণ্ঠিত করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে কোন লাভ হবে না বলে তিনি মনে করতেন। বিপরীতে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জাতীয়তাবোধ হবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্থাপনের প্রধান হাতিয়ার।তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল জাতীয়তাবাদের আগে প্রয়োজন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদে ঠিক তার বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "যাঁহারা ইম্পিরিয়ালিজমের খেয়ালে আছেন তাঁহারা দুর্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পৃথিবীর নানা দিকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।"[৮] ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপটিকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপাত্মক উপায় তুলে ধরেছেন এইভাবে:"ভারতবর্ষের মতো এত বড়ো দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরেজদের মতো অভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা। কিন্তু ইম্পিরিয়ালিজম মন্ত্রে এই লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশএম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থলাভতখন সেই মহদুদ্দেশ্যে ইহাকে যাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই হিউম্যানিটি।[৯]

পাঁচ

জাতীয়তাবাদকে একটা ভয়াবহ বিপদ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ আখ্যায়িত করেছেন। পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ যন্ত্রনির্ভর ও বাণিজ্যিক সভ্যতার হাত ধরে সাম্রাজ্যবাদের রূপ ধারণ করেছে। বিজ্ঞান ও বাণিজ্যকেহাতিয়ার করে জাতীয়তাবাদকে চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশকে সীমাহীন দারিদ্র্য, অভাব, অনটনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এই পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ। বিশ্বের এই দুর্বল রাষ্ট্রসমূহে ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তাদের তৈরী দ্রব্য রপ্তানি করেছে অবাধে এবং নিজেদের অর্থভাণ্ডার স্ফীত করেছে ক্রমশ। এর ফলস্বরূপপাশ্চাত্য দেশ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য আমদানিকারী রাষ্ট্রগুলির শিল্প সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে।এই হল সভ্য-শিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতার জাতীয়তাবাদের নমুনা, যে জাতীয়তাবাদ অন্য জাতিকে (Nation) সমূলে উৎপাটিত করতে বিন্দুমাত্র পিছপা হয় না। সুতরাং, পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ বাণিজ্য স্বার্থের জন্য অন্যান্য ছোট - দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকেযেভাবে শোষণ করে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যে এই জাতীয়তাবাদ কখনই মানব জাতি ও সভ্যতার পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে না।

এই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিনি মানবিক সভ্যতা বলেননি।যেমন ইংরেজরা ভারতীয়দের যন্ত্র বিজ্ঞান ও বাণিজ্য সভ্যতার দাপটে নিষ্পেষিত করেছে প্রায় দু'শতক ধরে।এই শোষণকে তিনি কখনই প্রকৃত সভ্যতা বলেননি। তিনি দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন: "এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলেন, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার পরিবর্তে হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order. বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা - অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে।সে তার শক্তি রূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তির উপায় আমাদের দেখাতে পারেনি।"[১০] এই আবেগঘন ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি ইংরেজ সভ্যতার অশুভ দিকটি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন, যেটা সভ্যতার ক্ষেত্রে একটা বিপদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেছেন: "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন-না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষীছাড়া দীনতার বিমান আবর্জনাকে, একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিস্ফলতাকেবহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম যুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"[১১] তাই জীবনের প্রথম লগ্নে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজ সভ্যতা ভারতীয়দের কল্যান করতে পারবে। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে তাঁর এই বিশ্বাস ভূলুণ্ঠিত হয়। তিনি বুঝেছিলেন যে পাশ্চাত্য এই অমানবিক জাতীয়তাবাদ ভারতের কোন উন্নতি করতে পারবে না।

রবীন্দ্রনাথ গভীর খেদের সঙ্গে বলেছেন পাশ্চাত্যের মনীষীরা যে আদর্শের তথা উদারতার বাণী প্রচার করেছিলেন, পাশ্চাত্যের দেশগুলো তার থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তারা সার্বিক কল্যাণে প্রয়োগতো করেইনি বরং পাশ্চাত্যের দেশগুলো সংকীর্ণ স্বার্থে এগুলোকে ব্যবহার করেছে। আর এই কারণগুলোর জন্যই জাতীয়তাবাদ আমাদের নিকট আজ অভিশাপ স্বরূপ। কিন্তু বিজ্ঞান, শিল্প, সভ্যতা বা জাতীয়তাবাদ ক্ষতিকর নয়, তার ভালো বা মন্দ দিকগুলি নির্ভর করে ব্যবহারকারীর মানসিকতার উপর।তাই রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছেন ভারতবাসীকে এই সংকীর্ণ

জাতীয়তাবাদ অর্জনের পথ থেকে সরে আসার। তিনি পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অতিকায় দাম্ভিক রূপ ও তার কুপ্রভাব সম্পর্কে ভারতীয়দের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: "আমাদের আদর্শ আমাদের ইতিহাস থেকেই গড়ে উঠেছে, এবং আমরা যদি অন্যের অনুসরণ করার কথা ভাবি তাহলে দুর্বল আতশবাজি তৈরি হবে কেননা সেসববস্তুসম্পদআমাদের থেকে আলাদা হবে এবং তার নৈতিক উদ্দেশ্যও হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা যদি আমাদের সর্বস্ব পণ করে রাজনৈতিক ন্যাশনালত্ব কিনবার কথা ভাবি সেটা হবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে সুইজারল্যান্ডের পক্ষে নৌবাহিনী গঠন করেনিজেকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার মতো অবাস্তব এক কাণ্ড। যেভুল আমরা এখানে করেছি তা হল এ কথা চিন্তায় আনা যে, মানুষের বড়ো বা মহৎ হয়ে ওঠার মাধ্যম একটাই- যে মাধ্যম ক্ষণকালের জন্য এবং প্রবল ঔদ্ধত্যে নিজেকে দুঃখজনকভাবে জাহির করতে পেরেছে।'[১২]

ছয়

সকল প্রকার সংকীর্ণতার বেড়াজাল পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের ধারণাকে এক বিশ্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছিলেন।যেখানে কোনরকম সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র, গণ্ডিবদ্ধ ভাবধারা দ্বারাজাতীয়তাবাদকে আবদ্ধ করা যায় না, বরং সেই জাতীয়তাবাদ তৈরী করে বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব বোধ। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ধারনার পূর্ণতর প্রকাশ ঘটেছে আন্তর্জাতিকতাবাদী ধারণার মধ্যে দিয়ে। তাঁর জাতিচেতনা পূর্ণতা লাভ করেছে বিশ্বচেতনার মধ্যে দিয়ে।তাঁর*'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ইউরোপের চিঠি', 'রাশিয়ার চিঠি'* প্রভৃতি আলোচনা থেকে জানাযায় জাতীয়তাবাদ কিভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও তাঁর জাতীয়তাবোধের গভীরতা সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায় ব্রিটিশ কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে) পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করার মধ্যে দিয়ে।তৎকালীন 'বসুমতী' পত্রিকায়১৩২৬ বঙ্গাব্দে ১৭ জ্যৈষ্ঠ হত্যাকাণ্ডের বিবৃতি দিয়ে লিখেছিলেন: "কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহার প্রচণ্ডতায়আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিছে।হতভাগ্য পাঞ্জাবিদিগকেযে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দন্ড প্রয়োগ বিধির বিশেষত্ব সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। ... রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে"নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম,তাঁহার উদারচিত্ততারপ্রতি চিরদিন আমার পরম শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশত বড়ো দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছিযে, সেই নাইট উপাধি হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদানকরিবার ব্যবস্থা করা হয়।'[১৩]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টিতে সংকীর্ণতাবোধ তথা আত্মকেন্দ্রিকতা ধিকৃত হয়েছে। সমষ্টির চেতনা, সামাজিক কল্যাণ, সর্বোপরি বিশ্বমানবিকতাবোধধারণায় পরিপুষ্ট তাঁর সৃষ্টিসম্ভার। তাঁর সমাজচেতনার মধ্যেই মানবিকতাবোধ ও বিশ্বচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বজাত্যাভিমানকে সমূলে উৎপাটিত করে আত্মশক্তি জাগরনের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের সকল মানুষকে সংঘবদ্ধভাবে বিশ্বমানবতাবোধের জয়গানে শামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন উদাত্ত কণ্ঠে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হল বিশ্বমৈত্রীও বিশ্বমানবতার কল্যাণেআত্মনিয়োগ করা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জাতির (Nation) মধ্যেঐক্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টিতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধেবিশ্বাসী ছিলেন।আর এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য তিনি ঐক্য সাধনের ওপর জোর দিয়েছেন।চরম শত্রু সদৃশ জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হল আন্তর্জাতিকতার পথ অবলম্বন করা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কাপড় পরানো কে কেন্দ্র করে গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তীব্র মতপার্থক্য দেখাদেয়। "রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্ন তোলেন যে বিদেশি শিল্পে প্রস্তুত কাপড় পরে ভারতবাসী কী অপরাধ করেছে এবং কাপড় পোড়ালে কি অপরাধ দূরীভূত হবে? তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল নিছক জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে আবেগের বশে কোনো কাজ করলে তা দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। বরং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে কোনো রাষ্ট্র আজকের দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারে না। অতএব আবেগমথিত জাতীয়তাবাদকে বর্জন করে আমাদের সবাইকে আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন হতে হবে এবং সেই শিক্ষা আমাদের সবার গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের ভাবনা বর্তমানেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নাবাতিনি প্রথাগত রাষ্ট্রচিন্তাবিদও ছিলেন না। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর নানা চিন্তা ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী একজন দার্শনিক কিন্তু তা সত্ত্বেও সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তাঁর সচেতন বৌদ্ধিক মনোনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।জাতির জ্বলন্ত ঘটনাপ্রবাহকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি।তাঁর দার্শনিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নির্মিত হয়েছিল সমসাময়িক বাস্তবতার ঘাত - প্রতিঘাতে।তিনি ভারতের স্বাধীনতা চেয়ে ছিলেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতা কখনই সম্পূর্ণভাবেরাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, তা হবে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ বর্জিত স্বাধীনতা ভারতের বাস্তব উন্নতি করতে পারে না। মানুষের আত্মশক্তির জাগরন হলেই স্বরাজ আসতে সময় লাগবে না। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের ধারণাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী- ১৩, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৭১৩ - ৭১৪।
২. তদেব, পৃ. ৩৮।
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শৌরেন্দ্রমোহন, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা- রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ, সুবর্ণরেখা,৭৩ মহত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল, ১৯৬৮, পৃ. ৩৫৩।
৪. দাশ, প্রাণগোবিন্দ, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা:) লিমিটেড, ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ১৩৬।
5. Tagore, Rabindranath, Letters to a friend, 1928, p. 80।
৬. গঙ্গোপাধ্যায়, শৌরেন্দ্রমোহন, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা- রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ, সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল, ১৯৬৮, পৃ. ৩৫৩।
7. Verma, Prof. Dr. V. P., Modern Indian Political Thought.
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী- ১৩, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ২২১।
৯. তদেব, পৃ. ২২২।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী- ১৩, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৭৩৭।
১১. তদেব, পৃ. ৭৩৮ ।
১২. মুখোপাধ্যায়, অশোককুমারও ঘোষ, কৃত্যপ্রিয়কর্তৃক অনুবাদ ও সম্পাদিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা- ৭০০০১৩, জুলাই২০১২, পৃ. ৯১-৯২।
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী- ১৫, পশ্চিমবঙ্গসরকার, পৃ. ৪০৯।
১৪. দাশ, প্রাণগোবিন্দ, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা:) লিমিটেড, ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ১৪৪।